ভূমিকা

মানুষের সভ্যতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গল্প বলা ও শোনার আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। ফলে যুগে যুগে বিচিত্র গল্পের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা নানাভাবে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। এইসব গল্প কাহিনীকে কোনো অনামা অখ্যাত শিল্পী চয়ন করে নতুন সাজে সজ্জিত করে আবার নতুন মানুষের কাছে উপহার দিয়েছে। এভাবেই মানুষের আদিমতম প্রবণতা — গল্পবলা ও শোনার চিরকালীন কৌতূহলের স্মারক হিসাবেই এইসব গল্পধারা আদিকাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে।

গল্পের আদিমতম রূপ লিখিত সাহিত্য নয় — তা মৌখিক সাহিত্য। পরম্পরাক্রমে মুখে মুখে কথকের বাচন ভঙ্গিতে সেই সাহিত্য টিকে থেকেছে; সেখানে সৃষ্টি হয়েছে নানা রূপকথা-উপকথা-কিংবদন্তী-ইতিহাস। প্রাচীন ইউরোপে যেমন বিভিন্ন অঞ্চলে লোকপরম্পরাবাহিত অসংখ্য গল্প প্রচলিত ছিল; তেমনি প্রাচ্যেও রূপকথার রাজারাণী-রাক্ষসদৈত্য-রাজপুত্র-সওদাগরের কাহিনীও আদিকাল থেকে পিতামহী-মাতামহীর গল্প কথনের মধ্যে দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উত্তরাধিকারীদের কাছে পৌঁছেছে। পাশ্চাত্যে মূলতঃ ইতিহাস-উপকথাকে ভিত্তি করে প্রবাদ-প্রসিদ্ধ অথবা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোনো বীর নায়ককে কেন্দ্র করে মৌখিক কাহিনীবৃত্ত গড়ে উঠেছে; সেই সঙ্গে কিছু দেবদেবীর ভূমিকাও কাহিনীতে লক্ষণীয়। আর প্রাচ্যে ভারতীয় রূপকথাকে কেন্দ্র করে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, তেপান্তরের মাঠ, সোনার কাঠির স্পর্শ ইত্যাদি অনুষঙ্গের সাহায্যে কাঞ্চনমালা, মধুমালার কাহিনী তৈরী হয়েছে। পাশ্চাত্যে আদিম মানুষের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার উদ্ভব ও বিকাশের ফলে প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ বীর নায়কদের নিয়ে স্বতন্ত্র কাহিনীগুচ্ছ তৈরীর গুরুত্ব আরোপিত হল এবং ধীরে ধীরে পরম্পরাবাহিত হয়ে ঐ লোকগানের আদলে থাকা মৌখিক কাহিনীবৃত্তকে সুগ্রথিত করে বীররসাত্মক আখ্যান কাব্যের লিখিত রূপ পাওয়া গেল। অবশ্য প্রাথমিক গ্রন্থনার কাজ যাঁরা করেছেন তাঁরা অনামী থেকে গেছেন। এই গ্রন্থিত কাহিনী যাঁদের হাতে শিল্পিত হয়ে উঠল তাঁরা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ ব্যক্তি নামে পরিচিত হয়ে দীর্ঘ অনির্দিষ্ট সাহিত্য-পরম্পরাকে নির্দিষ্ট রূপাবয়ব দিলেন পদ্যের ছন্দবন্ধনে।

লক্ষ্য করা যায় যে, পাশ্চাত্যে পদ্যে গ্রথিত প্রাচীন মহাকাব্যই গল্পের আদিমতম রূপ হিসাবে এসেছে। কারণ মহাকাব্যে চরিত্রকে প্রধান উপাদান করে ঘটনা-সংস্থান-কৌশলে কাহিনীবৃত্ত গড়ে উঠেছে। গ্রীক, ইতালী, জার্মান, স্পেন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের সাহিত্যে এভাবেই মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের জন্ম হয়েছে এবং মহাকাব্য থেকে রোমান্সের বিস্ময়ান্বিতরূপ লাভ করে পাঠকের বিশ্বাসের কাছে পৌঁছোতে গিয়ে গদ্য কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবেই কবি কল্পনা প্রাচীন ও মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক গল্পের যুগে পৌঁছেছে। এই ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য গ্রীক সাহিত্যের মহাকবি হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি',

ইতালীয় কবি দান্তের 'ডিভাইন কমেডি', জার্মান কবি ভার্জিলের 'এনিড', মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' ও 'প্যারাডাইস রিগেন্ড', ট্যাসোর 'জেরুজালেম' ইত্যাদি। আবার একাদশ শতাব্দীর দিকে গড়ে ওঠা রোম্যান্টিক গাথা কাব্য 'বিউলফ' — যা আসলে জার্মান জাতির পূর্বপুরুষদের বীরত্বের কাহিনী — ইংল্যান্ডের মৃত্তিকারসে পরিপুষ্ট হয়ে বিদেশী আধারে স্বদেশীয় জীবনকাব্য হয়ে ইংল্যান্ডীয় অ্যাঙ্গেলস্, স্যাকসন ও জুট জাতির কাহিনী হয়ে উঠল। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংরেজ কবি জিওফ্রে চসার (১৩৪০-১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) মূলতঃ স্ব-সৃষ্ট মাটির পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন এবং কাব্যের মধ্যে দিয়ে গল্প শুনিয়েছেন; কখনো সতী নারীর জীবনচরিত — সুন্দর অকলঙ্ক জীবনকাহিনী 'দি লিজেন্ড অব্ গুড ওমেন'-এ, কখনো 'ক্যান্টারবেরি'র পথে চলা তীর্থযাত্রীদের নানা কাহিনী — যা আসলে ইংল্যান্ডের সমাজ জীবনের বাস্তব আলেখ্য, নিখুঁত চিত্র। ষোড়শ শতাব্দীতে রাখালিয়া পটভূমিতে রোম্যান্টিক গল্প লেখা শুরু হয় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিলটন বাইবেলের ঘটনা ও শিক্ষাকে অবলম্বন করে রচিত রোম্যান্টিক এপিকের মধ্য দিয়ে, শোনালেন ইশ্বরের সৃষ্ট আদম এবং ইভ কর্তৃক জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল আহার করার ফলে স্বর্গ থেকে তাদের বিতরণের কাহিনী। উনিশ শতকে নব্য রোম্যান্টিসিজমের আবির্ভাবক কবিরা কবিতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাহিনী শোনালেন। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যে নানা পরিবর্তন সূচিত হলেও কাব্যের মধ্য দিয়ে কাহিনী রচনার প্রবণতা কিন্তু থেকেই গেল।

ভারতীয় সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে, সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত ভাষায় রচিত অসংখ্য গল্পের সম্ভার ভারতীয় সাহিত্যকে প্রাচীনকালেই পুষ্ট করেছে। নীতিমূলক, রোমাঞ্চকর, অলৌকিক ইত্যাদি নানাধরণের গল্পের প্রচলন সেই প্রাচীনযুগ থেকে রয়েছে। রাজারাণী-রাজকন্যা-রাজপুত্র-রাক্ষস-খোক্কসের রূপকথার পাশাপাশি লালকমল-নীলকমলের বীরত্বের কাহিনী ছাড়িয়ে কোনো এক বোকা তাঁতীর অথবা ধূর্ত নাপিতের গল্প, দরিদ্র ব্রাহ্মণের বড় সংসারে ব্রাহ্মণীর গঞ্জনার কাহিনী, কাঠুরিয়ার পথ চলতে চলতে অতুল বৈভব পাওয়ার গল্প, কোনো চোর বা কোনো সৎ মানুষের গল্প — এরূপ অজস্র ভালো-মন্দ, সাধু-অসাধু, নিরীহ-ভণ্ডের গল্পকথা ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের 'পঞ্চতন্ত্র' কিংবা 'হিতোপদেশ,' 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' কিংবা 'শুকসপ্ততি', 'বত্রিশ সিংহাসন', কিংবা জাতক, 'কথাসরিৎসাগর' কিংবা 'দশকুমারচরিত' ইত্যাদি গ্রন্থরাজিতে। আবার রূপকথার স্বপ্নচারণা নয়, অনেক বেশি সাংসারিক ও তুলনামূলকভাবে আধুনিক মানুষের কামনা আসক্তি-বেদনামিশ্রিত মানবিক স্পন্দনের গল্প বাংলার গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে সৃষ্টি হয়েছে — যা তখনও চলছিল যখন কাগজে সাহিত্য সৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। এগুলি 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় সংকলিত হয়েছে।

আবার লিখিত সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যায় প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগব্যাপী রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য, মঙ্গলকাব্যে অজস্র নানা ধরণের গল্প পাওয়া যায়। রামায়ণ-মহাভারত তো অজস্র গল্পের সম্ভার। দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে পরিণতি কিংবা দাতাকর্ণের কাহিনী ইত্যাদির মধ্যে স্থান পেয়েছিল লৌকিক কথা। চৈতন্য জীবনীর মধ্যেও কাহিনীর রস নানাভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। আর কথাসাহিত্যের মূল

অবলম্বন হল চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনাসৃষ্টি, তা দেখা গেল মঙ্গলকাব্যে। মুরারী শীল, ভাঁড়ু দত্ত, বেহুলা, চন্দ্রধর, ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা ইত্যাদি চরিত্র ও ঘটনাবলী ইংরেজ পূর্ব বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙালী মানস যে কাহিনীর সন্ধান করেছে, তার প্রমাণ দেয়। আধুনিক যুগেও (রবীন্দ্র-পূর্ব সময়ে) কাব্যের মধ্যে কাহিনী পরিবেশনের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। সুতরাং গল্প শোনানোর প্রবণতা যে মানুষের চিরন্তন প্রবণতা তা সাহিত্য রূপের মধ্যেই ধরা পড়েছে।

পাশ্চাত্যেও ঠিক অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্যে মহাকাব্যই ছিল কাহিনী পরিবেশনের সর্বপ্রাচীন আধার। গ্রীক, ল্যাটিন, ইতালী, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি সব সাহিত্যেই প্রথমে মহাকাব্যের মাধ্যমে কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। গ্রীক সাহিত্যের কোনো সমৃদ্ধ ধারা কবি হোমারের (খ্রীষ্টপূর্ব ৯ম-৮ম শতক) পূর্বে ছিল কি না জানা যায় না। তাই হোমারের হাত ধরেই গ্রীক সাহিত্যের ইতিহাস শুরু বলে ধরা হয়। গ্রীসের সুপ্রাচীন দুই মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'ওড়িসি'র রচয়িতা কবি হোমার। খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০ বছর পূর্বে হোমার এই মহাকাব্য দু'টি রচনা করেন। এই দুই মহাকাব্য গ্রীক সাহিত্যেই শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেই সর্বপ্রাচীন মহাকাব্য।

'ইলিয়াড' মহাকাব্যের বিষয় হল এতে গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী রমণী হেলেনকে ট্রয়ের সবচেয়ে সুন্দর যুবরাজ অপহরণ করেন। এরপর দশ বছর যুদ্ধ হয়। 'ওডিসি'র কাহিনীটি হল, গ্রীকদের বুদ্ধিমান বীর যোদ্ধা পুরুষ odyssuas অথবা ইউলিসিস। তিনিই গ্রীকদের জয়ের মূল। যুদ্ধের পর তিনি দেশ ছেড়ে নিজের দেশ ইথাকাতে (Ithsca) না গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন। পথে অনেক বিপদের সম্মুখীন হন। এসবই 'ওডিসি' মহাকাব্যের আখ্যানবস্তু।

ল্যাটিন সাহিত্যের অন্তর্গত ভার্জিল-এর 'এনিড' (Aenid) মহাকাব্যটিতে বীর এনিয়াস (Aeneas) নায়ক। এতে নায়িকার স্থান খুবই সামান্য। রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী হল এর আখ্যান বস্তু। মহাকাব্যটিতে অ্যাঙ্কাইসেস (Anchises) হলেন নায়কের মাতা ও অ্যাফ্রোপাইট (Aphropite) পিতা। স্ত্রী ক্রেউসা (Creusa) এবং সন্তান এস্‌কেনিয়াস (Asceniues) এই ক'টি চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে কাহিনীতে।

ইতালী মহাকবি কবি দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র বিষয় হল আধ্যাত্মিক যুদ্ধ। কবি দান্তের রচিত সবচেয়ে বড় এই মহাকাব্যটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত। এই গ্রন্থের তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগ - 'ইনফার্নও' (Inferno) অর্থাৎ নরক, দ্বিতীয়ভাগ - 'আর্গেটারিও' (Urgatario) অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত ও পাপের অবসান এবং তৃতীয় খণ্ড - 'প্যারাডিসো' (Paradiso) অর্থাৎ স্বর্গ। তিনটি খণ্ডেরই কাহিনীর নায়ক স্বয়ং কবি এবং নায়িকা বিয়াত্রিচ (Beatrice), যাকে তিনি শেষ পর্যন্ত স্বর্গে নিয়ে গেলেন। কাহিনীর নায়কের যখন ১২ বছর ও নায়িকার ৯ বছর বয়স তখন তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নিষ্কাম প্রেম। এই প্রেমের দ্বারাই নরক থেকে তারা স্বর্গে পৌঁছে গেছেন।

'সংস অব্ রোলাণ্ড' (Sons of Roland) ফরাসী মহাকাব্য এর রচয়িতা বয়ার্ডো (Boiardo)

রোলাণ্ড Rolando ছিলেন ফরাসী রাজা শার্লেমেনের প্রধান বীর। তাঁর বহু বীরত্বের কাহিনী রয়েছে মহাকাব্যটিতে।

'ওস্ লুসিয়াডাস' এবং 'লুসিয়াডস্' দুটিই পর্তুগীজ মহাকাব্য। এর রচয়িতা ক্যামোয়েনস্ (Camoens)। লাসাস (Lasaus) এই কাহিনীর নায়ক। তিনি নাবিক। এই নাবিকের জীবনকে ভিত্তি করে মহাকাব্যটির কাহিনী রচিত। নাবিকটি আসলে ভাস্কোদাগামা।

ইংল্যান্ডে এলিজাবেথীয় যুগের (১৫৫৮-১৬৭৩ খ্রীঃ) বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার শেক্সপীয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) মূলত নাট্যকার হলেও তাঁর কবিখ্যাতির প্রধান স্তম্ভ হল তাঁর রচিত একশো চুয়ান্নটি সনেট। এছাড়াও তিনি ছোটো-বড়ো আখ্যান-জাতীয় বেশ কিছু কাব্য-কবিতা রচনা করেন। তাঁর প্রথম কবিতা 'ভেনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস' (Venus and Adonis)। প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী ভেনাস অ্যাডোনিসের প্রেমে আপ্লুত হন কিন্তু অ্যাডোনিস তা প্রাত্যাখ্যান করেন ও শেষে শিকারে গিয়ে বুনো শূকরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। ভেনাস তাঁর আত্মাকে ভায়োলেট ফুলে পরিণত করে অমর করেন। এমনই এক আদিরসাত্মক রোম্যান্টিক প্রেমকাহিনী এই কবিতার মূখ্য বিষয়।

চসারের (১৩৪০-১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) 'দি লিজেন্ড অব গুড ওমেন' থেকে কথাবস্তু আহরণ করে রচিত শেক্সপীয়ারের অপর একটি কবিতা হল 'দি রেপ অব লুক্রিশ (The Rape of Lucrece)। পতিব্রতা নারী লুক্রিশের বাড়িতে রাজা টারকুইন (Tarquin) আতিথ্য গ্রহণ করে আতিথ্যের অবমাননা করেন এবং লুক্রিশের চরম আপত্তি লঙ্ঘন করে টারকুইন তার ওপর শারীরিক অত্যাচার করেন। এই মর্মন্তুদ অশ্রুসজল বর্ণনায় কবিতাটি পরিপূর্ণ।

জন মিলটনের (১৬০৮ খ্রীঃ - ১৬৭৪ খ্রীঃ) দ্বাদশ স্বর্গ-বিশিষ্ট মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট' ইংরাজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। পৃথিবীর প্রথম মানব আদম (বাইবেল অনুযায়ী) এবং প্রথম নারী ইভ শয়তানের প্ররোচনায় জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে ঐশ্বরিক বিধান লঙ্ঘন করে কিভাবে স্বর্গচ্যুত হল — সেই কাহিনীই হল এই মহাকাব্যের মূল বিষয়।

এই মহাকাব্য সমাপ্তির অব্যবহিত কাল পরেই মিল্টন 'প্যারাডাইস রিগেন্ড' নামে অপর একটি কাব্যরচনা করেন, যাকে পূর্বের কাব্যটির উপসংহার বলে মনে করা হয়। এই কাব্যের অন্তর্গত বিষয় হল যীশুর প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে দিয়ে মানুষকে উদ্ধারের কাহিনী।

রোম্যান্টিক যুগের কবিদের মধ্যে ফরাসী বিপ্লব বিশেষভাবে ছায়াপাত করেছিল। এ যুগের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ, লর্ড বায়রণ, পার্সি বিসি শেলি, জন কিটস্, স্যার ওয়াল্টার স্কট, চার্লস ডিকেন্স প্রমুখ। এযুগের কবিদের রচনার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়; যেগুলি ফরাসী বিপ্লবের অনিবার্য ফলস্বরূপ এসেছে। মানব প্রীতি, প্রকৃতিপ্রীতি, বিদ্রোহ, সৌন্দর্যপ্রীতি, আধ্যাত্মিকতা, অতীতচারিতা, আদর্শবাদ, অতিপ্রাকৃতের প্রতি আকর্ষণ, বিষণ্ণতা,

বিস্ময়বোধ ও আত্মমগ্নতা — এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এই বিশেষ দিকগুলিকে কবিতায় প্রকাশ করতে গিয়ে কবিরা কখনো কখনো কাহিনীকে হাতিয়ার করেছেন। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে কাহিনীমূলক কিছু কবিতা।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর (১৭৭০-১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) একটি বৃহৎ সৃষ্টি হল 'দি প্রিলিউড' (The Prelude) কাব্যটি। চৌদ্দটি সর্গ বিশিষ্ট এই কাব্যের প্রথম এগারোটি সর্গে তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁর শৈশব, ছাত্রজীবন, আল্পস্ ভ্রমন, লন্ডন বাস, ফরাসী বিপ্লবের বাণী শুনে ফ্রান্স যাত্রা, সেখানকার অভিজ্ঞতা ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে দিয়েই উঠে এসেছে বিভিন্ন সত্য ঘটনা। ওয়ার্ডসওয়ার্থের অভিনব সৃষ্টি ও তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম উৎস হল 'লুসি কবিতা-গুচ্ছ' (Lucy Group of Poems)। মোট কবিতা সংখ্যা রয়েছে ছয়টি। কবিতাগুলিতে রয়েছে প্রকৃতির মত নিষ্পাপ সরল, মৌন এক প্রেমিকা নারী লুসির কথা। সুরম্য প্রকৃতির নির্জন নিরালায় এক বিজন কুটিরে লুসির বাস, ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাহাড়ি পথ পেরিয়ে প্রেমিক কবি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করতে যান। এসবই হল লুসি কবিতাগুচ্ছের গল্প।

'লাওডামিয়া' তাঁর আরেকটি বিখ্যাত কবিতা। গ্রীক মিথলজি থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর কাহিনীর রসদ সংগ্রহ করেছেন। লাওডামিয়ার স্বামী মারা গেছে। দেবতাদের বরে কিছুক্ষণের জন্য সে স্বামীকে ফিরে পেলেও অমোঘ নিয়মে তার স্বামীর যখন দ্বিতীয়বার মৃত্যু হল তখন তা মেনে নিতে পারেনি বলে লাওডামিয়া অনুমৃতা হল।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের (১৭৭২ - ১৮৩৪ খ্রীঃ) নাম প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। তাঁর কাব্যকৃতি অবশ্যই রোম্যান্টিক। তবে তাঁর অসাধারণ কল্পনাশক্তি তাঁকে রোম্যান্টিককতারই এক নব দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় কল্পনাভিত্তিক বিভিন্ন গল্প। তাঁর স্বপ্নে সৃষ্ট কবিতা 'কুবলাখান' (Kubla Khan)। ঘুমের ওষুধ খেয়ে 'Purchase his Pligrimage' গ্রন্থটি পাঠ করতে করতে কবি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের আগে তিনি গল্পের ঠিক যেখানে পৌঁছেছিলেন সেখানে কুবলাখান এক বিরাট অট্টালিকা ও তার মধ্যে সুন্দর উদ্যান নির্মাণের আদেশ দিয়েছে। এজন্য গড়ে তোলা হয়েছে বিরাট প্রাচীর। এ পর্যন্ত পাঠ করার পর কবি স্বপ্নে কুবলাখানের প্রাসাদ, উদ্যান, বিস্তীর্ণ উর্বর ভূমি ইত্যাদি দেখতে পান ও নিদ্রাভঙ্গের পর মনে হয় স্বপ্নেই তিনি সে সব নিয়ে দু-তিন'শ পংক্তি রচনা করেছেন। তার মধ্যে চুয়ান্ন পংক্তি লিপিবদ্ধ করার পর এক আগন্তুক এসে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। ফলে অবশিষ্ট পংক্তিগুলো কবির স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়। এই চুয়ান্ন পংক্তিতে রয়েছে বিভিন্ন টুকরো কাহিনী। তার মধ্যে অ্যাবিসিনিয়ার কুমারীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

'দি অ্যানসিয়েন্ট মারিনার' (The Ancient Mariner) কোলরিজের কাহিনীভিত্তিক অপর একটি কবিতা। দু'শ জন সহকারী নাবিক নিয়ে একবার সমুদ্রযাত্রা করেছিল এক প্রাচীন নাবিক। পথে এক অ্যালবাসট্রস

পাখি এসে হাজির হয়। নাবিক তাকে হত্যা করলে তারা ভয়ানক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় এবং অন্যান্য নাবিকদের মৃত্যুর পর কি অবস্থায় জাহাজটি স্বদেশের তীরে পৌঁছোয়, সেই অতিপ্রাকৃত কাহিনীটি গল্পের কথক প্রাচীন নাবিক বিবাহ সভায় উপস্থিত এক অতিথিকে বিবৃত করে। কোলরিজের 'ক্রিস্টাবেল' (Cristable) কবিতাটিও অতিপ্রাকৃত উপাদানে গড়া। এতে স্যার লিওলিনের কুমারী কন্যা ক্রিস্টাবেলের এক স্বপ্ন কাহিনী বিবৃত।

লর্ড বায়রণ (১৭৮৮ - ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ) ইউরোপের কবিসমাজের অন্যতম জনপ্রিয় কবি। সমকালের বিধিনিয়ম ধরাশায়ী করে যে আকাঙ্ক্ষা ও জীবনাবেগ সর্বজয়ী হতে চেয়েছিল, বায়রণ ছিলেন তার নির্ভীক উদ্‌গাতা। 'চাইল্ড হ্যারল্ডস পিলগ্রিমেজ' (Childe Harold's Pilgrimage) তাঁর প্রথম জনপ্রিয় কাব্য। নিজস্ব ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ও জীবনদৃষ্টি নিয়ে এ কাব্যের কাহিনীবৃত্ত গড়ে উঠেছে। এছাড়াও 'দি প্রিজনার অব চিলন' কাব্য (The Prisoner of Chillon), 'ম্যানফ্রেড' (Manfred) ও 'কেইন' (Cain) নামে দু'টি নাট্যকাব্য রচনা করেন বায়রণ। 'দি প্রিজনার অব চিলন' হল এক বন্দীর ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতার বর্ণনা ও স্বাধীনতার মহিমা কীর্তন। কবির সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন বিখ্যাত কাব্য 'ডন জুয়ান' (Don Juan) ষোল সর্গে বিন্যস্ত। এতে কাব্যের নায়ক ডন জুয়ানের জীবনের একের পর এক প্রেমের কাহিনী ও নারী মনোহরণ করার অসাধারণ ক্ষমতার বর্ণনা রয়েছে। এই প্রসঙ্গেই কাব্যটিতে স্থান পেয়েছে ডোনা জুলিয়া, হেইডির মতো বিভিন্ন সুন্দরী নারী চরিত্র।

পার্সি বিশি শেলি (১৭৯২-১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ) মূলতঃ গীতিকবি হলেও তাঁর কিছু কিছু কবিতায় কাহিনীর প্রকাশ ঘটেছে। 'কুইন ম্যাব' (Queen Mab) তাঁর রচিত প্রথম কাব্য। এতে দেখা যায় পরীরাণী ম্যাব পৃথিবীর অভাব-অনটন, দারিদ্র, বেদনা এবং রাজা-পুরোহিত-ধনী বা রাজনীতিবিদদের অত্যাচার-অনাচার দেখে বেদনার্ত হয়েছেন ও এই পৃথিবী স্বপ্নমুগ্ধ তরুণ প্রাণের বাসযোগ্য নয় বলে মনে করে আয়ান্থি নামে এক তরুণীকে তাঁর সোনার রথে তুলে নিয়ে চলে যান। শেলির 'দি রিভোল্ট অব ইসলাম' (The Revolt of Islam) একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনীমূলক কবিতা। ভাইবোনের অসামাজিক প্রেম, মানবপ্রীতি এবং স্বাধীনতা — এই ত্রি-স্তম্ভের উপর গড়ে উঠেছে কবিতার কাহিনী। শেলির আরো দু'টি কাহিনীভিত্তিক কবিতা হল 'রোজালিন্ড অ্যান্ড হেলেন (Rosalind and Helen) এবং 'জুলিয়ান অ্যান্ড ম্যাডালো' (Julion and Maddalo) প্রথম কবিতাটিতে পতিহীনা নারীর বেদনাবিধুর কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। আর দ্বিতীয়টির পটভূমি ভেনিসের একটি নিরানন্দ উন্মাদাগার। সেখানে এসে নৈরাশ্য-পীড়িত জুলিয়ান এবং বিশ্বাসবাদী ম্যাডালো আলোচনা করছেন মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। এই আলোচনার মাধ্যমেই কবিতায় স্থান করে নিয়েছে কাহিনী। 'প্রমেথিউস আনবাউন্ড' (Prometheus Unbound) শেলির রচিত একটি গীতিকাব্যধর্মী নাটক। গ্রীক নাট্যকার এসকাইলাসের 'প্রমেথউস বাউন্ড' নাটক থেকে কাহিনীর উপাদান গ্রহণ করে শেলি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে গীতিকাব্যধর্মী নাটকটি রচনা করেন।

জন কিট্‌স্ (১৭৯৫-১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ) মূলতঃ গীতিকবি হলেও তিনি ওড ও সনেট রচনার পাশাপাশি রচনা করেছিলেন বেশ কিছু কাহিনীকবিতা। তাঁর রচিত যেসব কবিতায় বিশেষভাবে কাহিনীর প্রকাশ ঘটেছে সেগুলি হল — 'দি ইভ অব সেন্ট অ্যাগনেস' (The Eve of St. Agnes), ল্যামিয়া, (Lamia), 'ইজাবেলা অর দি পট অব ব্রাজিল' (Isabella, or the Pot of Brazil), 'এন্ডিমিয়ন' (Endymion), 'লা বেলে ড্যামে স্যান্স মার্সি' (La bella Dame Sans Marci) প্রভৃতি।

'দি ইভ অব সেন্ট অ্যাগনেস' হল কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে রচিত একটি প্রেমের কাহিনী। এর নায়ক ও নায়িকা হল যথাক্রমে পারফিরো ও মেডলিন। কিটসের 'ল্যামিয়া' কবিতার কাহিনীতে ল্যামিয়া স্বয়ং একজন রূপসী নাগিনী। অলৌকিক শক্তিবলেই তার এই রূপ। করিণথিয়াবাসী লাইসিয়াসকে (Lycius) সে এই রূপের দ্বারা মুগ্ধ করেছে, হয়তো নিজেও হয়েছে মুগ্ধ। পরে লাইসিয়াসের শিক্ষাগুরু দার্শনিক অ্যাপোলোনিয়াসের কাছে লামিয়ার প্রকৃত রূপ ধরা পড়লে তাদের প্রেম ব্যর্থ হয় ও ল্যামিয়া অন্তর্হিতা হয়। পরিণতিতে লাইসিয়াসের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। গ্রীক পুরাণের কবি বার্টন-এর 'অ্যানটমি অব মেলানকলি' (Anatomy of Melancholy) থেকে কিট্‌স্ এর কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন। গ্রীক মিথলজি থেকে কাহিনী সঞ্চয়ন করে কিট্‌স্ রচনা করেছিলেন 'এন্ডিমিয়ন' (Endymion) কাব্যটি। নায়ক এন্ডিমিয়ন একজন মেষপালক। চন্দ্রদেবী সিনথিয়া তার প্রেমে আবদ্ধ হন এবং তাঁদের বিবাহ হয়। এরপর এন্ডিমিয়ন লাভ করেছেন অমরত্ব। 'এন্ডিমিয়ন' রচনার পরই কবি 'ইজাবেলা, অর দি পট অব বাজিল' (Isabella, or the Pot of Basil) নামক প্রেম বিষয়ক কবিতা রচনা করেন। এখানেও রয়েছে কাহিনী। কবিতার নায়ক ও নায়িকা যথাক্রমে ইজাবেলা ও লরেঞ্জো। কাহিনীতে দেখা যায় মৃত প্রেমিক লরেঞ্জোর মাথাকে পুষ্পপাত্রে পুঁতে ঘরের টেবিলে রেখে ইজাবেলা প্রমাণ করতে চায় যে, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।

প্রেমের কাহিনী সম্বলিত কিট্‌সের অন্য আর একটি কাহিনীমূলক কবিতা হল 'লা বেলে ড্যামে স্যান্সমার্সি' (La Bella Dame Sansmerci)। এটি মধ্যযুগীয় ব্যর্থ এক প্রেমের কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত। কবিতায় বর্ণিত হয়েছে সুন্দরী ছলনাময়ী অতিপ্রাকৃত শক্তি-সম্পন্না এক নারীর প্রেমের নামে ছলনার নিষ্ঠুর কাহিনী।

কিট্‌স্ 'হাইপেরিয়ন' (Hyperion) মহাকাব্যটি রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যের প্রেরণায়। এর বিষয় হিসাবে কবি গ্রীক মিথলজি থেকে গ্রহণ করেছিলেন প্রাচীন দেবতা টাইটানদের (Titan) পরাজিত করে অলিম্পাসের দেবতাদের অভ্যুদয়ের কাহিনী।

এইভাবেই পাশ্চাত্যে বিভিন্ন কবির লেখনি থেকে উৎসারিত হয়েছে একেরপর এক ভিন্নস্বাদের কাহিনীমূলক কবিতা। তবে এর পাশাপাশি প্রাচ্যের কাহিনীকবিতার ধারাটিকেও আলোচনার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময় দেশি বিদেশি বিভিন্ন পূর্বসূরী কবিদের কবিতা পাঠ করে থাকতেন এবং সে সবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও

হয়েছেন বিস্তর। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী কবিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে তাই ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের দ্বারা সৃষ্ট আখ্যানভিত্তিক কাব্য তথা কবিতাগুলিকে এক নজরে দেখে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

'বেদ' ভারতীয় সাহিত্যের সর্বাধিক প্রাচীন সাহিত্যরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। তাই 'বেদ' থেকেই ভারতীয় সাহিত্যে কাহিনী-চর্চার ধারাটিকে আলোচনা করা প্রয়োজন। 'বেদ' জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ সাহিত্যকৃতি। সুতরাং সেখানে কাহিনী বর্ণনার সুযোগ বড়ই স্বল্প। তবু কিছু কিছু জায়গায় সংক্ষিপ্ত কাহিনীর অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। ঋক্‌বেদের দশম মন্ডলে দশম সূত্রে যমযমীর উপাখ্যান রয়েছে। যম ও যমী সহোদর দুই ভ্রাতা ও ভগ্নী হওয়া সত্বেও এক নির্জন দ্বীপে এসে নির্জনে যমী যমকে পাপাচারের প্রস্তাব দেয়। যদিও যম তাতে সম্মত হয় না। এই কাহিনী অপ্রিয় প্রসঙ্গের কারণে সম্ভবত অতি সংক্ষিপ্ত। এছাড়া ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সপ্তদশ সূত্রে রয়েছে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাহিনী। বিবস্বান্ বা সূর্যের সঙ্গে বিবাহ হয় সুরণ্যুর। সুরণ্যু লীলাচ্ছলে বিবস্বানের কাছ থেকে একসময় অশ্বিনীরূপ ধারণ করে পলায়ন করে। পরে বিবস্বান্ তা জানতে পেরে অশ্বরূপ ধারণ করে অশ্বিনী সুরণ্যুর সঙ্গে মিলিত হন। তাদের মিলনে যমজ ভ্রাতা অশ্বিনী কুমারের জন্ম হয়। তাদের জন্ম-বৃত্তান্তই উক্ত কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বেদের পর উপনিষদের কথা এসে যায়। দার্শনিক সত্য বা তত্ত্বকে একত্রিত করে রচিত হয়েছে উপনিষদ। এতে বেশ কিছু কাহিনী রয়েছে। কেনোপনিষদের তৃতীয় খন্ডে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধীয় একটি কাহিনী রয়েছে। কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠোপনিষদে রয়েছে যম ও নচিকেতার কাহিনী। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে রয়েছে দুই পাখির কাহিনী। উপনিষদ পর্যায়ে যে সব কাহিনী রয়েছে তার কোনোটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ রসোচ্ছল কাহিনীরূপে স্থান পায়নি। সবগুলিই রূপক, কোনো কোনোটি বা তত্ত্বকথার পটভূমি মাত্র।

ভারতের দুই প্রাচীন মহাকাব্য বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসদেবের মহাভারত। দুটি মহাকাব্যেই পুণ্যের জয় আর পাপের পরাজয় বর্ণিত হয়েছে। এই বিষয়টিকে পাঠকের হৃদয়গ্রাহ্য করবার জন্য কবিগণ কাহিনীর অবতারণা করেছেন এবং সেই সঙ্গে বহু উপকাহিনীও এসেছে। রামায়ণে সাতটি কাণ্ড রয়েছে। প্রত্যেকটি কাণ্ডে এসেছে বিভিন্ন কাহিনী ও উপকাহিনী। যেমন, রামের রাজ্যভিষেকের প্রস্তুতি ও বনগমন বর্ণিত হয়েছে 'অযোধ্যাকাণ্ডে', অরণ্যকাণ্ডে'র বিষয় হল রামের দণ্ডকারণ্য ও পঞ্চবটী বনে গমন, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ। বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের উপাখ্যান নিয়ে রচিত 'কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড'। এছাড়াও অজস্র কাহিনী ও উপকাহিনীর সুসন্নিবেশে গড়ে উঠেছে বাঙালীর হৃদয়গ্রাহী মহাকাব্য রামায়ণ।

অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত মহাভারতের অজস্র উপাখ্যানগুলির মধ্যে অন্যতম হল নল-দময়ন্তী উপাখ্যান, দুষ্যন্ত-শকুন্তলা উপাখ্যান, শ্রীবৎস রাজার কাহিনী, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পান্ডবদের অজ্ঞাতবাস ইত্যাদি উপাখ্যান।

রামায়ণ, মহাভারতের পর স্বাভাবিকভাবেই আসে পুরাণ প্রসঙ্গ। পুরাণ মোট আঠারোটি; মূল আঠারোটি

পুরাণ ছাড়াও বহু উপপুরাণ রয়েছে। এই সব পুরাণ ও উপপুরাণে একএকজন দেবদেবীকে কেন্দ্র করে তাঁদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। পুরাণগুলিতে বৈদিক সত্যকে, কাহিনীর মোড়কে পরিবেশনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তাই অনেক ক্ষেত্রে কাহিনীগুলি রূপক। যেমন বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূর্য-সংজ্ঞার কাহিনী রয়েছে। বিষ্ণপুরাণের চতুর্থাংশের প্রথম অধ্যায়ের আরেকটি গল্প হল রৈবত-ককুদ্মীর উপাখ্যান। এটি বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে।

লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাক্-কালিদাস পর্বে ভাস ও অশ্বঘোষ, কালিদাসের কালে স্বয়ং কালিদাস, কালিদাস-উত্তর কালে ভারবি, শ্রীহর্ষ, দণ্ডী, সুবন্ধু, বাণভট্ট প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ রচনায় মৌলিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। এগুলি কাব্যের আধারে লেখা। বলা বাহুল্য যে, পরবর্তীকালের ভারতীয় সাহিত্যে এঁদের কাহিনীর পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট আখ্যান কাব্য গুণাঢ্যের বৃহৎকথা আধারিত 'কথাসরিৎসাগর'। দন্ড্যাচার্যের 'দশকুমারচরিত' গ্রন্থে আটজন রাজকুমারের কাহিনী রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'। এক রাজ্যের রাজপুত্র কন্দর্পকেতু আর অন্য রাজ্যের রাজকন্যা বাসবদত্তা দুজন দুজনকে স্বপ্নদর্শন করেই ভালোবেসেছিলেন। এই ভালোবাসাকে কেন্দ্র করেই কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। এছাড়াও কালিদাসের 'রঘুবংশম্', 'কিরাতার্জুনীয়ম্' ইত্যাদি উল্লেখ্য আখ্যান কাব্য।

বৌদ্ধ পালি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হল 'জাতক'। লৌকিক জগতে অবতীর্ণ হয়ে বুদ্ধদেব যে সব লোকহিতকর কাজ করেছিলেন 'জাতক' তারই কাহিনী। হীনযানী বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ মহাবস্তু। এর বেশ কিছু কাহিনী রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় গ্রহণ করেছেন। 'মহাবস্তু'র অন্যতম কাহিনী 'শ্যামাজাতক'। এছাড়াও রয়েছে 'কুশজাতক', 'অজ্ঞাতকৌন্ডিণ্য জাতক' ইত্যাদির কাহিনী। তবে এগুলি গদ্যে রচিত।

দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত 'চর্যাপদ' বাংলা সাহিত্যের আদিরূপের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এতে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধনার গূঢ় তত্ত্বকথা ছোট্টো ছোট্টো পদে বর্ণনা করেছেন চর্যাকারগণ। এই তত্ত্বকথাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙালী জীবনের কাহিনীর মোড়কে আবৃত। তবে কাহিনী না বলে এগুলিকে সমসাময়িক জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি বলাই বোধ হয় শ্রেয়। এই ঘটনাগুলির মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা নেই, সবই খণ্ড খণ্ড। তবে চর্যাপদে কাহিনী রচনার উপাদান ছিল, যা পরবর্তীকালের কবিমানসকে উদ্বুদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে। যেমন ৫০ সংখ্যক পদে রয়েছে একটি অপূর্ব বর্ণনা। সেখানে বলা হয়েছে —

বালিকা শবরী নীল মহাশূন্যের নীচে পাহাড়ের উপরে, চাঁচের বেড়ার ঘরে বাস করে। বাড়ীর সম্মুখে ছোট ক্ষেত, তাতে কার্পাস ফুলের সমারোহ। পেছনে আরও একটি ছোট্ট ক্ষেত, সেখানে কঙ্গুচিদানা ফলের গাছ। এই ফল পাকলে শবর-শবরী তা থেকে এক প্রকার মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করে। তারপর তা পান করে তারা উন্মত্ত হয়। চাঁদের আলোয় রাত্রে তাদের বাড়িটা মনে হয় সাদা ফুলের মত। আবার অন্ধকার রাত্রে তা মনে হয়

মৃত্যুর মত। এছাড়াও আছে শ্মশান ঘাটের চিতার আগুনের বর্ণনা, শেয়াল শকুনের কান্না ইত্যাদি। অতএব দেখা যাচ্ছে, চর্যাকারগণ টুকরো টুকরো চিত্রে কাহিনীর আভাস রেখে এভাবেই আদিবাসী পরিবারের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার রূপটিকে শিল্পী সুলভ দৃষ্টি দিয়ে অঙ্কন করেছেন।

চর্যাপদের পরই আলোচ্য বিষয়, আদি-মধ্যযুগের বাংলাভাষার প্রামাণ্যগ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। এর কাহিনী লৌকিক। এটি এয়োদশটি খন্ডে বিভক্ত। কৃষ্ণ, বড়াই ও রাধা এই কাব্যগ্রন্থের প্রধান তিনটি চরিত্র। এছাড়াও পার্শ্বচরিত্র রয়েছে। কাব্যটির কাহিনী আদ্যন্ত রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে কেন্দ্র করে রচিত।

এরপর মধ্যযুগে একের পর এক রচিত হয়েছে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গল কাব্যগুলি। 'মনসামঙ্গল' কাহিনীর প্রধান চরিত্র দেবী মনসার উদ্দেশ্য মর্তে পূজা প্রচার করা। এই কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি যাকে বেছে নিয়েছেন, তিনি হলেন এই কাহিনীর প্রধান পুরুষ চরিত্র চাঁদ সওদাগর। তিনি শিবভক্ত। কিছুতেই তিনি মনসার পূজা করতে সম্মত হন না। তাই দেবী মনসা তাকে নানাভাবে নিপীড়ন করেছেন। এইভাবেই গড়ে উঠেছে পূর্ণাঙ্গ কাহিনী ও সেই সঙ্গে এসেছে বিভিন্ন উপকাহিনী ও পার্শ্বচরিত্র।

'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের কাহিনীর দু'টি উপাখ্যান। কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও ধনপতি সওদাগরের কাহিনী। কালকেতু উপাখ্যানের নায়ক নায়িকা যথাক্রমে কালকেতু ও ফুল্লরা। দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারের জন্য স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর ও স্ত্রী ছায়া মর্তে জন্ম নিয়েছিল ব্যাধের ঘরে। কাব্যে তাদের ব্যাধজীবনের দুঃখ-দুর্দশার বিভিন্ন কাহিনী রয়েছে। অতঃপর ছলনাময়ী দেবী চণ্ডীর কৃপায় কিভাবে কালকেতু রাজা হল ও মর্তে চণ্ডীর পূজা প্রচার হল, তাই কাব্যটির মূল প্রতিপাদ্য।

ধনপতি উপাখ্যানেও দেখা যায়, ধনপতি শিবের পরম ভক্ত। তাঁর স্ত্রী খুল্লনা স্বামীর মঙ্গলকামনায় চণ্ডীর পূজা করলে ধনপতি চণ্ডীর ঘটে লাথি মেরে পূজা বন্ধ করে। এরপর চলে দেবীকৃত বহু লাঞ্ছনা। পরে অবশ্য দেবীর কৃপায় দুর্গতির অবসান হয়।

লাউসেনের উপাখ্যান নিয়ে রচিত 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কাহিনী। লাউসেন ছিল রাণী রঞ্জাবতীর পুত্র। ধর্মঠাকুরের সাধনা করে রাণী তাকে লাভ করেন। কাহিনীতে রয়েছে লাউসেন ও তার ভ্রাতা কর্পূর সেনকে ধর্মঠাকুর কিভাবে বিভিন্ন বিপদ থেকে বারবার রক্ষা করেছেন তার বর্ণনা।

অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। এই কাহিনী তিন খণ্ডে বিভক্ত। সর্বপ্রথমে পঞ্চদেবতার স্তব, সতীর পিত্রালয়ে গমন, দক্ষযজ্ঞ, শিবের ধ্যানভঙ্গ ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় হল রাজা মানসিংহের কাছে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বর্ণনা। আর তৃতীয় খণ্ডটির কাহিনী ঐতিহাসিক পটভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' ছাড়াও সে যুগে মহাভারতের কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত অনুবাদ

গ্রন্থের সংখ্যাও বেশ কিছু রয়েছে। তার মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'পান্ডব বিজয়', শ্রীকর নন্দীর 'অশ্বমেধ পর্ব কথা' উল্লেখযোগ্য।

বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ লীলাকে কেন্দ্র করে বহু কবি পদ রচনা করেছেন। সেগুলি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী না হলেও, কাহিনীর উপাদানে সমৃদ্ধ।

আধুনিকযুগে মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য ব্রজের রাধাকে কেন্দ্র করে রচিত কাহিনী কাব্য। রঙ্গ লাল বন্দ্যোপাধ্যায় টডের রাজপুত ইতিহাসের কাহিনীর উপাদান নিয়ে রচনা করেছেন 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'সুরসুন্দরী'। চিতোরের পতনের কাহিনী হল 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। 'কর্মদেবী' মানিকদেব রায়ের কন্যা। তাকে নিয়ে রচিত কাহিনী 'কর্মদেবী'। 'সুরসুন্দরী'র কাহিনীতে আছে রাজপুত রমণীর বীরত্বের অপূর্ব কাহিনী। উড়িষ্যার রাজার বর্ণনা আছে 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্যের গল্পে।

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর দ্বারা মধুসূদন বাল্যকালেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে এই দুই ভারতীয় মহাকাব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'। এতে বাল্মীকির মহাকাব্যের রাম-লক্ষ্মণ তাঁকে আকৃষ্ট করেনি, করেছে রাবণ চরিত্র। রাবণকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি এই কাব্যের কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে।

মাইকেল মধুসূদনের কাব্যের পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের কাহিনীমূলক কাব্যগুলির কথা স্মরণ করতেই হয়। 'বৃত্রসংহার' হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করে স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্র বধের কাহিনী হল 'বৃত্রসংহার' কাব্যের ঘটনা।

নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' — এই তিনটি কাব্য একত্রে ত্রয়ী মহাকাব্য নামে সুপরিচিত। 'রৈবতক'-এ বর্ণিত কাহিনী হল শ্রী কৃষ্ণের আদিলীলা, 'কুরুক্ষেত্র'-এর বর্ণিত বিষয় শ্রীকৃষ্ণের মধ্যলীলা ও 'প্রভাস'-এ কৃষ্ণের অন্তিমলীলাই হল মূখ্য ঘটনা।

মহাকাব্যের যুগের পর এল রোম্যান্টিক প্রণয়মূলক কাব্যের যুগ। এখানেও কাহিনীকবিতা তার স্থান করে নিল। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যে রোম্যান্টিক প্রণয়মূলক কাহিনী বিশেষভাবে নজর কাড়ে। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' কাব্যটিতেও প্রেমের কাহিনীর উপস্থিতি রয়েছে।

রোম্যান্টিক যুগের কবিদের মধ্যে অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। তাঁর উল্লেখযোগ্য দু'টি কাহিনী কাব্য হল 'সবিতা সুদর্শনা' ও 'ফুল্লরা'। এছাড়াও কাহিনী কাব্য হিসেবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যের কাহিনী আদ্যন্ত স্বপ্নঘটিত বলে উল্লিখিত। কাব্যের প্রধান চরিত্র কবি। একদিন ঘুমন্ত কবি স্বপ্নে কল্পনাদেবীর সঙ্গে নিরুদ্দেশ হলেন। কাব্যের শেষে দেখা যায় কবি দেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন। কবির ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং কাব্যের সমাপ্তি হল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের আলোচনায় লক্ষ্য করা গেল যে, কবিতার মধ্যে দিয়ে গল্প বলার ধারা সব সাহিত্যেই আগে শুরু হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তা বিস্তৃতি পেয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত ভাষা সাহিত্যেই পদ্যের জন্ম আগে। আর গল্প-কাহিনী বলার চিরন্তন ইচ্ছায় মানুষ সেই পদ্যকে বাহন করেই গল্প শুনিয়েছে। পদ্য বলেই তা ভাবের গভীরতাও পেয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তা ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে, যা শুধু চরিত্র ও ঘটনা সমন্বিত কাহিনী বিবৃতি হয়ে থাকেনি। রবীন্দ্রনাথও এই ধারার ব্যতিক্রম নন। যখনই কোনো কবি কাহিনীর মধ্যে আদর্শ, ঐতিহ্য বা বিশেষ ভাবনা প্রকাশের রসদ পেয়েছেন, তখনই নিজের কবিভাবনাকে মিশ্রিত করে তাকে গাল্পিক কবিতায় বাঙ্ময় রূপ দিয়েছেন। আর এই প্রকরণ অবশ্যই রবীন্দ্রকাব্যধারায় একটি বিশেষ দ্বীপ রূপে পরিগণিত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্ভার বহু বিচিত্র সাহিত্যিক উপাদানে পূর্ণ। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গান ও লিরিক কবিতাগুলির পাশাপাশি তাঁর রচিত কাহিনীকবিতাগুলিও অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। কবিতাগুলি পাঠ করলে মূলতঃ ছোটগল্প পাঠের স্বাদ অনুভব করা যায়। কবি জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কাহিনীমূলক কবিতা, গল্পবীজভিত্তিক কবিতা ও সর্বোপরি দীর্ঘ আখ্যানভিত্তিক কবিতা রচনা করেছেন। প্রকৃতির ঋতুবদলের বিভিন্নতার মতোই তাই কবিগুরুর কবিতার বিষয়ও বিচিত্র। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কবিমন আকৃষ্ট হয়েছে। আবার তিনি পূর্বসূরী কবিদের কাব্য পাঠ করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে বেশ কিছু কাব্য ও কবিতা। কবিজীবনের প্রত্যূষলগ্নে রচিত সেইসব কাব্য ও কবিতাগুলির জন্য অবশ্য স্বয়ং কবি পরবর্তীকালে লজ্জা বোধ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য গবেষণার ক্ষেত্রে সেই অস্ফুট মুকুলিত কবিতা-সম্ভারের অবশ্যই মূল্য রয়েছে।

কবিগুরুর স্বনামে প্রকাশিত প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'-এর ছন্দে, ভাষায়, ভাবে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-সঙ্গীত'-এর স্পষ্ট অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। কবির প্রথম জীবনে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর প্রভাবও অনস্বীকার্য। এর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে 'জীবনস্মৃতি' পাঠ করলে — "বাল্যকালে আমার কাব্যালোচনার মস্ত একজন অনুকূল সুহৃদ জুটিয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ। সে সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। অপরপক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদকর্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রামবসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগের সীমা ছিল না। ..... সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।" (জীবনস্মৃতি ঃ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্র রচনাবলী ঃ ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৭)। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর হাত ধরেই কবিগুরু কবি বিদ্যাপতির কাব্যপাঠের প্রতি উৎসাহী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে যে সব কাহিনীকবিতা ও গাথা কবিতা রচনা করেছিলেন তাতে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কাব্যরচনার বিশিষ্ট ভঙ্গির প্রভাব

সক্রিয়। 'কবিকাহিনী' ও 'বনফুল' কাব্যে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর প্রভাব রয়েছে। 'বনফুল'-এর প্লটের আরম্ভ 'উদাসিনী' কাব্যের অনুসরণে। 'বনফুল'-এর ভাব, ভাষা, অলঙ্কার ইত্যাদির ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিহারীলাল চক্রবর্তী ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনার ছাপ রয়েছে। এছাড়া 'বনফুল'-এর কমলা চরিত্রে কালিদাসের শকুন্তলা চরিত্রের ছাপ সুস্পষ্ট। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, 'বনফুল' ও 'কবিকাহিনী'র পর কবিগুরুর রচিত প্রত্যেকটি গাথা কবিতা ও কাব্যের মধ্যে ছোট্ট কবির কাহিনী বর্ণনার প্রবণতা কাজ করেছে। এসময় রচিত হয়েছে 'লীলা', 'ফুলবালা', 'অপ্সরা প্রেম', 'ভগ্নতরী' ইত্যাদি দীর্ঘ প্রণয়বিষয়ক আখ্যানমূলক কবিতা।

১২৮৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকাতে 'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে কবিসৃষ্ট সাতটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ব্রজবুলির ছাঁদে রচিত এই কবিতাগুলির রচনার অনুপ্রেরণা কবিগুরু লাভ করেছিলেন ইংরেজ বালককবি চ্যাটার্টনের কবিতাসৃষ্টির কথা শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে। 'জীবনস্মৃতি'তে এ সম্পর্কে কবি বলেছেন — ''চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। ..... কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।'' (জীবনস্মৃতিঃ ভানুসিংহের কবিতা, রবীন্দ্ররচনাবলী; ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৬১)। শুধু তাই নয়, বৈষ্ণব পদাবলী, বিশেষ করে, বিদ্যাপতির কবিতা এর বহু আগেই কবির মনোহরণ করেছিল এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পাঠ করার ফলে বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণে কবিতা রচনার পথ সুগম হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব অনস্বীকার্য। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যটি পাঠ করে যে কবি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর দৃষ্টান্ত মেলে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যের প্রথম সর্গের ক'টি ছত্রে—

হরিণ শাবক যত ভুলিবে তরাস
পদতলে বসি তোর চিবাইবে ঘাস।
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখে তার দিব তুলি
সবিস্ময় সুকুমার গ্রীবাটি বাঁকায়ে
অবাক নয়নে তারা রহিবে তাকায়ে।

এই অংশটিকে 'স্বপ্নপ্রয়াণের' বিশেষ একটি অংশের পাঠান্তর বললে অত্যুক্তি হয় না।

এসময় রচিত বেশ কিছু গান, গাথা ও গীতিকবিতা পরবর্তীকালে (১৮৮৪) 'শৈশব সঙ্গীত'-এ সংকলিত হয়। কবির কিশোর বয়সে রচিত কবিতা ও গাথাগুলির মধ্যে একেবারে গোড়ার দিকের রচনায় যে রকম পূর্বসূরী কবিদের অনুকরণপ্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে, ধীরে ধীরে কবি বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তা কাটিয়েও উঠেছেন। ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারীতে কবি বিলাত থেকে ফিরে এসে পূর্বের কাব্যগুলিতে অনুসৃত কল্পনার

রঙিন মায়ার ভাবটিকে বর্জন করে নিজের হৃদয়াবেগকেই বড় স্থান দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি 'বাল্মীকি প্রতিভা' নামে নতুন ধরনের এক নাট্য-কবিতামালা রচনা করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। এটি প্রকাশ হল ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারীতে। এরপর কবির নিজস্ব মৌলিক প্রতিভার দ্বারা সৃষ্ট 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্য (১৮৮২), দ্বিতীয় নাট্যকবিতামালা 'কালমৃগয়া' (১৮৮২) রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থান করে নিল।

রবীন্দ্রপ্রতিভা এরপরই হঠাৎ ভিন্ন পথে বাঁক নিল। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' নামে একটি উপন্যাস হঠাৎ-ই ১৮৮৩ সালে প্রকাশ হল। অতঃপর কবিপ্রতিভা থেকে উৎসারিত হয় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) নাট্যকাব্য ও 'নলিনী' নাটক (১৮৮৪)। লক্ষণীয় যে কবিতা, গাথা, কাব্য নাটক, উপন্যাস বা নাট্যকাব্য, সাহিত্যের যে শাখাতেই হোক না কেন কবিগুরুর গল্প রচনার প্রবণতা স্তব্ধ হয়ে নেই। ধীরে ধীরে কবির অপরিণত লেখাগুলিতে লেগে চলেছে পরিণতির রঙ। রবীন্দ্রপ্রতিভা একটু একটু করে স্বমহিমায় বিকশিত হয়ে চলেছে। পাঠককে গল্প শোনানোর আগ্রহের ফলেই হোক বা আপন হৃদয়ের অপ্রকাশিত আগ্রহের ফলেই হোক বা আপন হৃদয়ের অপ্রকাশিত কথাকে প্রকাশের বাসনাতেই হোক, রবীন্দ্রনাথ কাহিনী বা গল্প রচনা করেই চলেছেন নিরন্তর। তবে এর জন্য বেছে নিয়েছেন বিভিন্ন আধারকে।

১৮৯১ সাল থেকে কবি সাধনা পত্রিকার জন্য ছোটো ছোটো গল্প লিখতে আরম্ভ করলেন। এই যে কবির ছোটোগল্পের অনুশীলন, যা ছোটগল্পরূপ শিল্প হয়ে উঠল, তারও তো মানসিক প্রস্তুতি ছিল। এই সময় জমিদারী তদারকি সূত্রে কবিকে কিছুকাল বাস করতে হয়েছিল শিলাইদহ, শাজাদপুর, কালিগ্রাম, পতিসর প্রভৃতি অঞ্চলে। এ সময় তিনি একদিকে যেমন বাংলার প্রকৃতিকে প্রাণ মন দিয়ে অনুভব করলেন, অন্যদিকে পল্লীবাংলার নর-নারীর প্রত্যহের খুঁটিনাটি বিষয়, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাভরা জীবনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন। গদ্যে ছোটগল্প রচনার ধারা এই পর্বে অব্যাহত থাকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত। ছোটগল্প রচনার পাশাপাশি কবি 'সোনারতরী' কাব্যেও রূপকথা অবলম্বনে কয়েকটি কবিতা লিখলেন। 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা' সেগুলির অন্যতম।

হঠাৎ ১৮৯৬-'৯৭ সালে যখন সাধনা পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল, তখন কবির লেখনি আবার গতিপথ পরিবর্তন করল। কবি পাঠককে উপহার দিলেন কতকগুলি গল্পবীজভিত্তিক ছোটো ছোটো কবিতা।

এ সময় সাময়িক পত্রিকাতে ছোটো গল্পের চাহিদা কম থাকায় কবি গল্প বলতে শুরু করলেন দীর্ঘ আখ্যায়িকামূলক কবিতার মাধ্যমে। 'পতিতা', 'ভাষা ও ছন্দ', 'গান্ধারীর আবেদন' কর্ণকুন্তী সংবাদ ইত্যাদি সেগুলির অন্যতম। রবীন্দ্র কবিপ্রতিভা তখন স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত। কবি এসময় বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছেন কখনো ইতিহাসকে আবার কখনো অতীতের আদর্শবোধকে। এই অতীতকে বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েই রচিত হয়েছে 'কথা' কাব্যের কাহিনীমূলক কবিতাগুলি। কখনো বা রাজপুত ইতিহাস আবার কখনো বৌদ্ধ জাতক থেকে কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করে একের পর এক সৃষ্টি করে গেছেন অমূল্য কবিতাগুচ্ছ। 'কথা'র কবিতাগুলি

ও আরো অন্যান্য কিছু কবিতা একত্রিত করে মুদ্রিত হয়েছে 'কথাও কাহিনী'। এর সম্পাদনা করেছেন মোহিতচন্দ্র সেন। এই গ্রন্থের 'কাহিনী' অংশে সংকলিত কবিতাগুলি প্রকৃতই একেকটি দীর্ঘ আখ্যানমূলক কবিতা।

'কথা' অংশে সংকলিত বৌদ্ধ জাতক ভিত্তিক কাহিনীকবিতাগুলি রচনার জন্য কবি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'Sanskrit Buddhist Literture of Nepal' নামক গ্রন্থটি পাঠ করেছিলেন এবং সম্ভবত তা থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তার প্রমাণ মেলে ইন্দিরাদেবীকে লেখা একটি পত্রে — "মফস্বলে যখন যাই তখন অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয়; ..... কখন কোনটা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, ... সেইজন্যে আমার সঙ্গে 'নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর' থেকে আরম্ভ করে শেক্‌স্‌পীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই।" (ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৮৬, পৃ. ১৫৩)।

'কাহিনী' (নাট্যকাব্য), 'কথা ও কাহিনী' ইত্যাদির পর রচিত অন্যান্য কাব্যগুলিতে তেমন উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ আখ্যানমূলক কবিতা না থাকলেও 'পলাতকা', 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ', 'শ্যামলী', 'আকাশপ্রদীপ', 'ছড়ার ছবি' ইত্যাদি কাব্যে সাধারণ ঘরোয়া অতিতুচ্ছ বিষয় ও সাধারণ মানুষের জীবনকে অবলম্বন করে একের পর এক রচিত হয়েছে বেশ কিছু আখ্যানমূলক কবিতা। রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকবিতার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এগুলির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কবির দৃষ্টিভঙ্গি বারবার পথ পরিবর্তন করার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে ভিন্ন সময়ে ভিন্ন স্বাদের কাহিনীকবিতা।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকবিতা নিয়ে বহু প্রখ্যাত রবীন্দ্রসমালোচক ও গবেষক বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকবিতাগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে পূর্বাপর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে দেখা যায়নি। শুধু তাই নয়, কবির আখ্যানমূলক কবিতাগুলি পাঠ করলে লক্ষ্য করা যায় যে তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কবিতাগুলি রচনা করেছেন। 'কথা'র কবিতাগুলি রচনার সময় পাঠককে ভারতের অতীতের ইতিহাসের আদর্শের সন্ধান দিয়েছেন, কখনো বা বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শের সন্ধান দিয়ে পাঠককে করতে চেয়েছেন উদ্বুদ্ধ, আবার বলাকা-উত্তর পর্বের কাব্যগুলিতে কবি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনকে নিয়ে আখ্যানমূলক কবিতা রচনা করেছেন ও পাঠককেও তার সঙ্গী করেছেন। এভাবেই রবীন্দ্র কাহিনীকবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায় কবিমনের বিচিত্র পরিচয়। কবি হয়তো বিভিন্ন সময় কাহিনীকবিতা রচনার প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গা থেকে উপাদান গ্রহণ করেছেন (বিশেষ করে বলাকা-পূর্ব পর্বের কাহিনীকবিতাগুলি রচনার ক্ষেত্রে)। সেই কবিতাগুলি পাঠ করলে কবির নিজস্ব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রসাহিত্যের গহন অরণ্যে পরিভ্রমণ করা যদিও সহজসাধ্য নয়, তবু উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই কালানুক্রমিকভাবে কাহিনীমূলক কবিতাগুলির বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা ও মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছি।